The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ভাদুগান: কাহিনী ও বিশ্লেষণ

Basudeb Halder
Former Student, Dept. of Bengali, University of Kalyani, West Bengal, India

DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400030

Abstract

বাংলার লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা হলো লোকসংগীত বা লোকগান। লোকসংগীতগুলি লোকসমাজে তথা মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত ও প্রচলিত। উচ্চবিত্ত মানুষের কাছে তা তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত গ্রাম বাংলার বুকে ছড়িয়ে রয়েছে এই সমস্ত জনপ্রিয় লোকগান। বাংলায় জনপ্রিয় লোকগানের মধ্যে ভাদুগান অন্যতম। প্রধানত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান জেলার আসানসোল, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচী ও হাজারিবাগ জেলায় এই গান বিশেষভাবে প্রচলিত। জনপ্রিয় এই ভাদু গানের সাথে পঞ্চকোট রাজপরিবারের কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে। লৌকিক কাহিনী অনুসারে এই রাজপরিবারের রাজা নীলমণি সিংদেও - এর কন্যারূপে ভদ্রাবতী বা ভাদুকে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভদ্রাবতীর জীবনের করুণ কাহিনীর মধ্য দিয়েই ভাদু গানের জন্ম। রাঢ় বাংলার কুমারী মেয়েরা এই গানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত এই উৎসব চলে। ভাদ্র সংক্রান্তির আগের রাতকে বলা হয় ভাদুর জাগরণ, অর্থাৎ সারারাত ধরে চলে উৎসব। এই গানকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যতা গড়ে ওঠে। ভাদুগানের মধ্য দিয়েই গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন-জীবিকা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ফুটে ওঠে। বাংলার মাঠঘাট, চাষীদের ফসল ফলানো, ফসল ঘরে তোলা এবং তাকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন – এ সবই গানের মধ্যে ফুটে ওঠে। ভাদু গায়করা তাদের আনন্দ, অনুভূতিগুলিকে গানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলে পাঠক বা শ্রোতার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কাহিনী সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় এই গান বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

Keywords: *লোকসংগীত, ভাদুগান, পঞ্চকোটের রাজপরিবার, ভাদু উৎসব, গ্রাম বাংলার লৌকিক কাহিনী*

ভূমিকা

ভাদু আমার গরবিনী
ওগো আমার ভাদুমণি
মাথায় দিব সোনার মুকুট
শাড়ি দিব জামদানি।

গ্রাম বাংলার সংগীতের অন্যতম ধারা লোকসংগীত। বাংলাদেশের প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে সমৃদ্ধময় বিভিন্ন প্রকার লোকসংগীত, যা বাংলার ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করে রেখেছে। লোকসংগীতের এই জনপ্রিয় ধারার মধ্যে রয়েছে ভাদুগান। প্রধানত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলার লৌকিক উৎসবে এই গান গাওয়া হয়। মৌখিকভাবে লোকসমাজে এই গান প্রচারিত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মুখে মুখে ভাদুগানের প্রচলন হয়ে আসছে। জনপ্রিয় এই লোকগানের ইতিহাস নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীর প্রচলন থাকলেও ভাদুকে কেন্দ্র করে উৎসবের যে সমারোহ তাতে কোনো বাঁধার সৃষ্টি হয়নি। গ্রাম বাংলার মেয়েদের মধ্যে ভাদু গানকে কেন্দ্র করে যে উৎসব দীর্ঘ দিন ধরে চলে

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আসছে, তাতে জড়িয়ে আছে এক রাজপরিবারের বেদনাঘন ইতিহাস। মতভেদ নির্বিশেষে ভাদুর যে কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ও প্রচারিত হয়ে আসছে এবার আমরা সেই কাহিনীর গভীরতায় প্রবেশ করবো।

উদ্দেশ্য

গ্রামবাংলার এক প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি হলো লোকসংগীত। এই সংগীতের প্রতিটি ধারায় রয়েছে বাংলার স্নিগ্ধমধুর প্রচলিত কাহিনী, উপাখ্যান, লোকবিশ্বাস ও বাঙালির আবেগ। সেই ধারার অন্যতম ভাদুগান। এই গানের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে এক রাজপরিবারের বেদনা - বিধুর কাহিনী। কালের প্রবাহে এই সমস্ত প্রাচীন ধারাগুলো জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। শহুরে ও অত্যাধুনিক হতে গিয়ে আমরা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে প্রায় হারিয়ে ফেলছি। এই বিষয় মাথায় রেখেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বাংলার জনপ্রিয় ঐতিহ্যমন্ডিত ভাদুগান ও তার কাহিনী এখানে আলোচিত হয়েছে। যা থেকে সহজেই এই গানের বিষয় ও তার ঐতিহ্য সম্পর্কে পাঠক জানতে পারবেন। সেই সঙ্গে গানের জনপ্রিয়তা আবার সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসবে বলে আমার ধারণা। আমরা যতই অত্যাধুনিক ও শহুরে হওয়ার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের মূল সুর যে বাংলার সংস্কৃতিতে বাঁধা তা যেন ভুলে না যাই। বরং আমাদের সেই সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারি।

কাহিনীর অন্দরে

কথিত আছে, পঞ্চকোট রাজ্যের রাজা নীলমণি সিংদেও ছিলেন অত্যন্ত ধনী। তাঁর কোনো কিছুর অভাব না থাকলেও এক কন্যা সন্তানের অভাব ছিল। এই কারণে রাজা দেবী দুর্গাকে স্মরণ করলে দেবী তাঁর আকুল ডাকে সাড়া দেন। রাজা একবার মানভূমের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি জঙ্গলের ভিতরে একটি টিলার ওপর এক ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চাকে দেখতে পান। তাকে দেখে রাজা স্নেহপরবশ হয়ে সেই কন্যা সন্তানটিকে নিয়ে আসলেন তাঁর রাজপ্রাসাদে। এরপর রাজা ও রানি তাকে লালন-পালন করতে শুরু করলেন। ঐ কন্যাসন্তানের মধ্য দিয়েই রাজা-রানির সন্তানের চাহিদা পূরণ হয়ে গেল। সেদিন ভাদ্রমাসের প্রথমদিন হওয়ায় বাচ্চাটির নাম রাখা হয় ভাদু।

দেবী দুর্গা ভক্তের ডাকে মর্ত্যে কন্যারূপে আসার কারণে স্বর্গরাজ্যে নেমে এসেছে মহাবিপর্যয়। এই খবর শুনে নারদ দেবীকে খুঁজতে বের হয়ে জানতে পারলেন, রাজধানী কাশীপুরে রাজকন্যা রূপে তিনি পালিতা হচ্ছেন। বৃদ্ধ গায়কের ছদ্মবেশে নারদ তখন দেবীর কাছে উপস্থিত হয়ে স্বর্গের দুরাবস্থার কথা শোনালেন। এই খবর শুনে দেবী দুর্গা মর্মাহত হলেন এবং নারদের সাথে স্বর্গে চলে গেলেন। এদিকে কন্যা বিরহে রাজা ও রানি শোকে কাতর হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। তাঁদের এই কষ্ট দেখে দেবী দুর্গা পুনরায় মর্ত্যে এসে রাজাকে সমস্ত কথা শোনালেন। এই কথা শুনে রাজা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন। এরপর রাজা শুরু করলেন ভাদুর পূজা, যা শুরু হয় ভাদ্রমাসের প্রথম দিন এবং শেষ হয় ভাদ্র মাসের শেষ দিন।

ভাদু গান সম্পর্কে দ্বিতীয় যে কাহিনী পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংদেও - এর এক কন্যা ছিল। সেই কন্যা যখন যুবতী হয়, সে বিয়েতে আপত্তি জানায়। এতে রাজার মনে প্রশ্ন জাগে। তিনি সন্দেহ করেন তাঁর কন্যা লুকিয়ে কাউকে ভালোবাসে। এই ভাবনা থেকে রাজা তাঁর কন্যার সমস্ত গতিবিধির ওপর নজর রাখতে শুরু করলেন। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন ভাদু গান গাইছে। কি অসাধারণ সেই গলার স্বর। এবং রাজা বুঝতে পারলেন ভাদু একা গাইছে না, তার সঙ্গে একজন পুরুষও রয়েছে। এই শুনে রাজা খুব রেগে গিয়ে ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে ফেলেন। দরজা খুলে দেখেন, ভাদু ঠাকুরের সামনে পড়ে রয়েছে। রাজা মনে করলেন ভাদু মারা গেছে। এই কথা যখন রাজ্যের সবাই জানতে পারলো, তখন ভাদুকে দেবীরূপে পুজো করা শুরু করলো।

অপরমতে, পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংদেও - এর তৃতীয়া কন্যা ভদ্রাবতী বা ভাদ্রেশ্বরীর বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু বিবাহ করতে আসার সময় ডাকাতদলের হাতে বর সমেত বরযাত্রী খুন হয়। হবু স্বামীর এই অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি ভাদু। মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভাদু আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ভাদু তার স্বামীর চিতার আগুনেই প্রাণ বিসর্জন করে বলে জানা যায়। ভদ্রাবতী বা ভাদুর কথা জনমানসে স্মরণীয় করে রাখতেই রাজা নীলমণি সিংহদেও ভাদু গানের প্রচলন করেন।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ভাদু পালন

পঞ্চকোটের রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজদরবারে হারমোনিয়াম, তবলা, সানাই ইত্যাদি সহযোগে মার্গধর্মী উচ্চ সাহিত্য গুণান্বিত এক প্রকারের ভাদু গান গাওয়া হয়। এই পরিবারের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 'ভাদু' নামক এই বিশিষ্ট ঘরানার সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত ভাদু গানগুলি লৌকিক সংগীত হিসেবেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সময়ের প্রবহমানতায় এই গানগুলি লোকমুখেই প্রচারিত হয়ে এসেছে। কারণ ভাদু লিখিত সাহিত্য নয়। টুসু বা ঝুমুর গানের বিপরীতে ভাদু গানে রাজনীতি ও প্রেম পুরোপুরি ভাবে বর্জিত। প্রধানত গ্রাম্যনারীদের জীবনের সুখ - দুঃখের কাহিনীই এই গানগুলির মূল উপজীব্য। রামায়ন, মহাভারত বা রাধা-কৃষ্ণের প্রেম পৌরাণিক গানগুলির প্রধান বিষয় হয়ে থাকে। এছাড়াও সমাজজীবনের বিভিন্ন অসংগতির চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয় চার লাইনের চুটকি বা ছড়া জাতীয় ভাদু গানগুলিতে।

ভাদ্র মাসের প্রথমদিনে গ্রামের কুমারী মেয়েরা গ্রামেরই কোনো এক বাড়ির কুলুঙ্গী পরিষ্কার করে সেখানে দেবী হিসাবে ভাদুকে প্রতিষ্ঠা করে। একটি পাত্রে ফুল রেখে তারা দেবীর বিমূর্ত রূপ কল্পনা করে সমবেত কণ্ঠে ভাদু গান গাইতে শুরু করে। ভাদু সংক্রান্তির সাতদিন আগে ভাদুর দেবীমূর্তি সেই ঘরে নিয়ে আসা হয়। সংক্রান্তির ঠিক পূর্ব রাত্রিতে ভাদুর জাগরণ হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। মূর্তির সামনে মিষ্টান্ন ভোগ সাজিয়ে রাত্রি দুই প্রহরের সূচনালগ্ন থেকে ভাদু গীতি গাওয়া শুরু হয়। গ্রামের বিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়েরা সেখানে উপস্থিত হলে তাদের সেই মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় এবং তারাও ভাদুর গীত পরিবেশনে ব্যাপৃত হয়। রাত্রি শেষে সকালে অর্থাৎ ভাদ্র সংক্রান্তির দিন সকালে গ্রামের মহিলারা দলবদ্ধভাবে ভাদুমূর্তির বিসর্জনে শামিল হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, পুরুলিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে ভাদু গানের অনুকরণে 'ভাদা' উৎসব পালন করে চলেছে ছেলেরা। তবে THE TRIBES AND CASTS OF BENGAL VOL-I, 1891-এ রিজলে উল্লেখ করেছেন - পঞ্চকোট রাজার প্রিয় কন্যার নামেই এর নামকরণ। রাজার কন্যা কুমারী অবস্থাতেই মারা যায়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই ভাদু নামের প্রচলন। তবে কিছু গবেষকের অনুমান, পঞ্চকোটের রাজার ১৩ জন ছেলে থাকলেও কোনো মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। ভদ্রাবতী বা ভাদ্রেশ্বরী নামে কোনো কন্যার আদৌ কোনো অস্তিত্ব ছিল কিনা তারও কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে না। তাছাড়া ভদ্রাবতীর মৃত্যু একটি শোকের কাহিনী, এখান থেকে কখনই কোনো আনন্দ - উল্লাসের অনুষ্ঠানের জন্ম হতে পারে না।

মূলতঃ পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংদেও বাউরি ও বাগদিদের সেসময় ধান চাষে খুব উৎসাহিত করেছিলেন। এখান থেকেই ভাদোই ধানের উৎসবের প্রাধান্য বাড়ে। অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— "ভাদু কৃষিভিত্তিক পরব বা উৎসব অনুষ্ঠান। ভাদ্রমাসে ভাদুই, যা আউশ থেকে পাকে - তারই নবান্ন উৎসব হলো ভাদু।" তেমনি তরুণদেব ভট্টাচার্য বলছেন, "পুরুলিয়া জেলায় প্রায় পঞ্চাশ ভাগ জমিতে চাষ হয় ভাদোই ধানের। বাকি পঞ্চাশ ভাগ হয় আখনি বা আমন, রবি ইত্যাদির চাষ। এ প্রসঙ্গে মুন্ডাদের ননা বা জম ননা উৎসবের কথা স্মরণীয়। উৎসবটি হয় আশ্বিনে। আউশ ধানের নবান্ন উৎসব। জম ননার প্রভাব ভাদু উৎসবকে প্রতিষ্ঠিত করতে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছে বিচার্য। ভাদ্রের সারা মাস ধরে একটা একটা করে কাটা হয় ধান, ঝাড়াই - মাড়াই ও ভেনে ঘরে তোলার জন্য ডাক পড়ে মেয়েদের। ক্লান্তিকর কাজটিকে তাঁরা গানে গানে আনন্দময় করে তোলেন। দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন ও বঞ্চনার সব রকম ঢেউ প্রতিধ্বনিত হয় সুরে সুরে। ভাদ্র সংক্রান্তির আগের রাত্রে ভাদুর জাগরণ। সারারাত চলে গান।"

লোকসংগীতের ধারার সাথে ভাদু গানের একটি বিষয়ে সংশয় জাগে। ভাদু তো লোকগান বা লোকসংগীত। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা এক রাজপরিবারের হাত ধরে। এদিকে প্রচলিত জনশ্রুতি বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। কেননা ইতিহাস বলছে, পঞ্চকোট রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতাতেই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে এই গান গাওয়া হতো। যদিও সেখানে লোক সংস্কৃতির ছাপ অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের মার্গ সংগীতের ঘরানাই অতিমাত্রায় প্রকাশ পেত। রাজপরিবারের ধ্রুবেশ্বরলাল সিংদেও, প্রকৃতিশ্বরলাল সিংদেও এবং রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংদেও এই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। অথচ দেখা যায়, ভাদু লোকজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। ভাদু সর্বোতভাবেই লোক উৎসব।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, ভাদু বর্ষা উৎসব বা কৃষি উৎসব। 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে তিনি বলেছেন— "পূর্ব-দক্ষিণ মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম এই অঞ্চল ব্যাপিয়া কুমারীদিগের মধ্যে ভাদ্রমাসে যে গীতিউৎসব

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

অনুষ্ঠিত হয়— তাহা হিন্দু প্রভাব বশতঃ বর্তমানে একটি পূজার আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা ভাদু পূজা নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিবাসীর 'করম' উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ মাত্র। আদিবাসীর করম উৎসব ভাদু উৎসব ও বর্ষা উৎসব ব্যতীত আর কিছু নহে।" কিন্তু সুধীরকুমার করণ একে শস্য উৎসব মানতে নারাজ। তাঁর কথায়— "সীমান্ত বাংলার ভাদু পরবের মধ্যেও এই একই রহস্য বিদ্যমান। করম উৎসবের প্রচুর প্রভাব সত্ত্বেও এই উৎসবকে ঠিক শস্যোৎসবের পর্যায়ে ফেলা যায় না এবং করম অথবা টুসু পরমের মতো জনপর্বের সমস্ত লক্ষণও এর মধ্যে নেই।"

বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ

বাংলার লোকসংস্কৃতির জগতে ভাদু গান একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই গানের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব গভীর। ভাদু গানের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজের জীবনযাত্রা, গ্রাম্য কুমারী মেয়েদের আবেগ অনুভূতির প্রকাশ পায়। এর বিশিষ্ট দিকগুলি হলো -

ভাদু গান বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি অংশ। এর উৎপত্তি কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে। ভাদ্রমাসে ফসল ঘরে আসার সময় এই গানগুলি গাওয়া হয় -

ভাদু মণি! ভাদু মণি!
ঘরেতে তোমার সোনার ফসল,
খুশিতে ভরিলে মন
মাঠের শস্য ঘরেতে আসিল,
জুড়াইল সব প্রাণ।

আবার অন্য একটি গানে কৃষকের ফসল তোলার দৃশ্য স্পষ্ট -

আষাঢ় শ্রাবণ শেষে ভাদ্র মাসে,
নতুন ফসল কাটছি হেসে।
ভাদু রূপে লক্ষ্মী এলো ঘরে,
গোলা ভরা ধান ধরো সোয়ামী ধরে।

ভাদুগানে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ-চিত্র প্রকাশিত। যেমন— নদী, মাঠ, বৃষ্টি, মেঘের রূপ তুলে ধরা হয়। চাষীরা তাদের ভালোবাসা, প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এই গানগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করে।

ভাদুরানী আইল আজি মোদের প্রাঙ্গণে,
খুশির জোয়ার বইল মনে মোদের ভাদুর আগমনে।
পূজা করবো সারারাত্রি,
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, ভাদু এসেছে।
ঝিরি ঝিরি ধারা,
ভাদুর লাগি মোন করে সারা-সারা!

বিভিন্ন প্রকার উৎসবে ভাদুগান গাওয়ার চল রয়েছে, যা মানুষকে একত্রিত করে। ফলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। গ্রাম বাংলার সামাজিক উৎসবের প্রধান আকর্ষণ এই ভাদুগান।

তেঁতুল পাতে, তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ ননদ, খাও ননদ, যাও শ্বশুরালয়...

গ্রামীণ পরিবেশে খোলা আকাশের নীচে প্রধানত ভাদু গান গাওয়া হয়। গ্রামীণ জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রকৃতির মিশ্রণে যা একটি বিশেষ আবহ তৈরি করে। এখানে সকলে একত্রিত হয়ে নিজেদের আবেগ, অনুভূতি গুলো ব্যক্ত করে, যা সামাজিক মিলনের পরিবেশের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বিভিন্ন প্রকার সামাজিক বার্তা প্রচার ভাদুগানের উদ্দেশ্য। কৃষির উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা ছাড়াও সামাজিক ন্যায়-নিষ্ঠা প্রচার করা হয়।—

১৮ বছরের মেয়ে ২১ বছরের ছেলে
তবেই দিও বিয়ে, তার নিচে নয় খেলা।

বাংলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ভাদুগান। স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা এবং ঐতিহ্যের পরিচায়ক এই গান। স্থানীয় জনগণের জীবনধারার প্রতিনিধিত্ব থেকে তাদের চেতনা ও ভাবনা-চিন্তাকে প্রকাশ করে।

বলি এ সংসারে,
বিয়ের পণ যে বাড়ছে লো তিলে তিলে।
কলেজেতে পড়তে দিয়ে লো,
এদিকে টাকা হাঁকে।
গরু বাছুরেরই দরে ছেলেকে বিক্রি করে।
টাকা নিয়ে আসছে বলি গো,
যত কনের বাবারে।
গোরু, কাড়া কিনতে যেন,
আমলা গুলির বাজারে।

ভাদুগান সাধারণত চরণ বা দোহারে বিভক্ত। এর প্রতিটি চরণে একটি সুনির্দিষ্ট সুর ও ছন্দ বর্তমান। এই সুর ও ছন্দ গায়ক ও শ্রোতাদের মধ্যে একধরনের সংগীতময় সংযোগ সৃষ্টি করে। গানগুলো ছড়া বা কবিতার মতো রূপ দেওয়া হয়, যা গ্রাম বাংলার মানুষেরা সহজে গাইতে পারে এবং মনে রাখতে পারে।

ভাদু লো, তোর রূপের ছটা
ও ভাদু লো, তোর রূপের ছটা
তোর রূপ দেখে সোনা,
গলে যায় গো সোনার পাতে,
ও ভাদু নামলো দ্যাশে।

সাধারণত স্থানীয় শিল্পীরা এই গান গায়। তাদের গাওয়া গানের সুর ও আবেগ শ্রোতাদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গায়কেরা তাদের নিজস্ব আবেগ ও অনুভূতিগুলিকে এই গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন। গানের এই নিজস্বতার জন্য তাদের শিল্প আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ভাদর মাসে ভাদু পূজা,
ভাদু বিনা নাই রে সোজা।

বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের অন্যতম অংশ হিসাবে বিবেচিত ভাদুগান। এর উৎপত্তি কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে। বর্ষাকালে ফসল ঘরে তোলার সময় এই গানগুলি গাওয়া হয়। কৃষক তথা গ্রাম বাংলার মানুষের সুখ - দুঃখ, হাসি - কান্না সহ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চিত্র প্রতিফলিত হয় এই গানে।

ভাদু তুই ঘরে থাকবি,
মোদের দুঃখ দিবি গো।
তোকে লিয়ে ভাদ্র মাসে,
মেতে উঠবো মোরা গো।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

কয়েকটি ভাদুগান

ভাদুগান — ১

ওমা ভদ্রেশ্বরী।
আমরা তোমায় ডাকছি মা বিনয় করি॥
তোমাধনে পূজব বলে গো,
মনেতে মানস করি।
বেছে বেছে ফুল এনেছি
সারাবন ঘুরি ঘুরি॥
ফুলের মালা, ফুলের ডালা গো,
রেখেছি যতন করি।
ফুলের আসন পাতা আছে,
বসবে মা তার উপরি॥
ফুলাসনে বসবে তুমি গো
আমরা দেখব মা নয়ন ভরি।
ফুলের চামর দুলাইব,
আমরা যত সহচরী॥
ভক্তিভরে করব পূজা গো,
আমরা তোমার কিঙ্করী।
তোমার চরণ-পূজার ফুল রেখেছি
এক সাজি ভর্তি করি॥

ভাদুগান — ২

ওলো নগরবাসী।
মোদের ভাদুর রূপ দেখে যা তোরা আসি॥
কিবা ভাদুর রূপের ছটা লো,
কিবা লো রূপ রাশি,
বদন দেখে মনে হয় লো,
ঠিক যেন গগন শশী॥
এমনি ভাদুর নয়ন দুটি লো,
যেন ভ্রমরা আসে বসি।
হাতে পদ্ম, পায়ে পদ্ম,
পদ্ম গন্ধে যায় ভাসি॥
মেঘের কোলে সৌদামিনী লো,
জড়িতে মিশামিশি।
দেখলে জীবন জুড়াইবি,
আনন্দে যাবি ভাসি॥
লক্ষ্মী বংশে জন্ম ভাদুর লো,

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

পদধূলি নে আসি।
ভাদুর বরে কোলে করে,
দেখবি চাঁদ মুখের হাসি॥

ভাদুগান — ৩

দেখছি হাতে সোনার চুড়ি।
তোদের ভাদুটা ঠিক যেমন মেথর বুড়ি॥
চুলগুলা যে উড়ুক্ষণা লো,
ভর্তি নাকে পিচুড়ি। গায়ের গন্ধে যায় না
থাকা মনে হয় উঠে পড়ি॥
মাথায় বজ বজ করছে উকুন
বেরাবে লো একঝুড়ি।
যা যা সবাই মিলে
মটকিই দিগা মট্ মট্ করে তাড়াতাড়ি॥
ভাদুর মুখটা দেখে মনে হয় যে লো,
একশো বছরের বুড়ি।
একটিও দাঁত নাই যে বলি পেগলেই
পেগলেই খায় মুড়ি॥

ভাদুগান — ৪

বলি ও সংসারে।
বিয়ের পণ যে বাড়ছে লো তিলে তিলে॥
কলেজেতে পড়তে দিয়ে লো,
এদিকে টাকা হাঁকে।
গরু বাছুরেরই দরে ছেলেকে বিক্রি করে॥
টাকা নিয়ে আসছে বলি গো,
যত কনের বাবারে।
গোরু, কাড়া কিনতে যেন
আমলাগুলির বাজারে॥
দশ হাজার টাকা হাঁকে লো,
যায় যে সব খদ্দারে।
টাকার লোভে ছেলের গালে
ঘন্টা বেঁধে দেয় বাপেরে॥

ভাদুগান — ৫

ওলো ভাদু ডিয়ার।
মাইরি বলি রূপখানা তোর চমৎকার॥
সারা অঙ্গ ঢল ঢল লো,

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

উঠে যৌবনের জোয়ার।
এমন রঙ ভারত জুড়ে দেখা যায়
খুবই রেয়ার॥
মুক্তোর মত দাঁতগুলি যে লো,
মাটিতে ঠেকে হেয়ার।
তোর বাঁকা চোখের চাহনিতে,
ইচ্ছে হয় করি পেয়ার॥
রূপ দেখে তোর মজে গেছি লো
বিশেষ বলব কি আর।
মোদের মত চ্যাংড়াদের তুই
করবি কেন বল কেয়ার॥

উপসংহার

ভাদ্র সংক্রান্তির দিন পালিত ভাদু উৎসবের ঠিক আগের রাতে চলে ভাদু জাগরণ। গ্রামের কুমারী মেয়েরা এই জাগরণে সামিল হয়ে সারারাত নাচ, গান সহ বিভিন্ন রকম উৎসবে মেতে ওঠে। গ্রামের বিবাহিত মেয়েরা এই উৎসব উপলক্ষ্যে বাপের বাড়ি উপস্থিত হয়ে তারাও উৎসবে সামিল হয়। তারা হয়ে ওঠে ভাদুরানী। ঠিক যেমন আমরা দেখতে পাই— দুর্গাপূজোতে উমারানীর পিতৃ গৃহে আগমন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আগমনী গান; এই ভাদুগান হয়ে ওঠে গ্রাম্য মেয়েদের হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়ার এক জীবন্ত উদ্ভাস —

ডাকে পাখিটি আঁখিটি মুদিয়া ডালে
যেও না ওগো ভাদু ধন।
রহিব একাকী কি করে ঘরে,
কি দিয়ে বুঝাই মন।
যেও না ওগো ভাদু ধন।
এ হেন ভাদর নিশায়
এমন হাসিটি ভোলা কি যায়
তুমি যে মোদের প্রাণরতন।
যেও না ওগো ভাদু ধন।

References

ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য ১ম খন্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ – ১৯৫৪
চক্রবর্তী, ডঃ বরুনকুমার, লোক-সংস্কৃতিঃ নানা প্রসঙ্গ, বুক ট্রাস্ট, প্রথম প্রকাশ – ১৯৮০
ভট্টাচার্য, তরুনদেব, পুরুলিয়া, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ – ১৯৮৬
পাল, অনিমেষকান্তি, লোক সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ – ১৯৯৬
মিশ্র, দেবতুষি, লোকসংস্কৃতির রূপ ও স্বরূপ, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ – ২০১০
গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ, লোকসঙ্গীত বিভাকর, প্রথম খন্ড, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ – ১৯৯৮

All rights reserved. © 2026